ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১১১১
আগরতলা, ১৩ আগস্ট, ২০১৯

ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব তুইপ্রা-র ৮৮ জন সদস্যের আত্মসমর্পণ
সরকার পুনর্বাসন নীতি অনুযায়ী আত্মসমর্পণকারীদের স্বাভাবিক জীবনে চলার পথ মসৃণ করতে সহযোগিতা করবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

ভুল পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলেন নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব তুইপ্রা (NLFT-SD)-র ৮৮ জন সদস্য। তিনজন মহিলা সমেত সংগঠনের সদস্যরা আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের কাছে অস্ত্রশস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পন করেন। এই উপলক্ষে আজ ধলাই জেলার আমবাসার চান্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সহিংসতার পথ ছেড়ে মূলস্রোতে তাদেরকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া সহ অন্যান্যরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমেই যে কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব। এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আজকে এই ৮৮ জনের হিংসার পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সর্বদাই চাইছে যারা বিভিন্ন কারণে ভুল পথে চলে গেছেন, সকলেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সামিল হোন।

অনুষ্ঠানে হিংসার পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা সদস্যদের মুখ্যমন্ত্রী স্বাগত জানান। তিনি বলেন, সরকার পুনর্বাসন নীতি অনুযায়ী স্বাভাবিক জীবনে চলার পথ মসৃণ করতে তাদেরকে সহযোগিতা করবে। পাশাপাশি আজ যারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে শান্তির পথে চলার অঙ্গীকার করলেন, তাদেরকেও সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সামিল হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জনজাতিদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ ডি সি এলাকায় উন্নতির সোপান তৈরী করতে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন। এ ডি সি এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সকল রাস্তাগুলিকে ব্ল্যাকটপ রোডে পরিণত করতে ১৬০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প ডোনার মন্ত্রকে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি পরিবারে পাইপলাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য অটল জলধারা মিশন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাইকা প্রকল্পে জনজাতি এলাকায় ১৪০০ এর বেশি চেকড্যাম নির্মাণ করা হবে। এই চেকড্যামগুলিকে ব্যবহার করে মৎসচাষ ও সেচের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে বিকাশমুখী সরকার প্রতিষ্ঠার পর নতুন দিশা, নতুন চিন্তা নিয়ে সরকার কাজ করা শুরু করেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে কাশ্মীরে হিংসা জনিত সমস্যা দূর করার জন্য ৩৭০ ও ৩৫ (এ) ধারা বিলোপ করেছেন। এজন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিতশাহ এবং বর্তমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবকা সাথ সবকা বিকাশ ও সবকা বিশ্বাস এই মন্ত্রকে সামনে রেখে দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে চাইছেন। রাজ্য সরকারও এই মন্ত্রকে পাথেয় করে সকলকে সাথে নিয়ে রাজ্যকে মডেল রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে চাইছেন।

*****২য় পাতায়*

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার যে স্বপ্ন মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য দেখেছিলেন বর্তমান সরকার তা বাস্তবায়ণ করতে বদ্ধপরিকর। অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, উন্নয়নের প্রথম শর্তই হল শান্তি। শান্তির পথেই উন্নতির সোপান তৈরি হয়, হিংসার পথে নয়। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ভুলপথ ছেড়ে যারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন, তাদেরকে তিনি স্বাগত জানান। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার এ ডি সি এলাকার সার্বিক উন্নয়ন করতে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। প্রতিটি জনজাতি মানুষের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়েই সরকার কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা সদস্যদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। উন্নয়নের জন্য বন্দুক নয়, বন্ধুত্ব দরকার। অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক বলেন, গত ১০ আগস্ট দিল্লিতে ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার ও এন এল এফ টি- এস ডির মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক সমঝোতা চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে। এই সমঝোতা চুক্তির ভিত্তিতেই এদিন সংগঠনের সদস্যরা ভুলপথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, পুনর্বাসন নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার তাদের স্বাভাবিক জীবনে চলার পথে সহযোগিতা করবে। এক্ষেত্রে সদস্যদেরও সমঝোতা চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলার দিকটিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক রাজীব সিং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বি এস এফ এর ইন্সপেক্টর জেনারেল সোলোমন যশ কুমার মিঞ্জ। এ দিন আত্মসমর্পনের সময় সংগঠনের সদস্যরা A.K-47 Rifle তিনটি, 7.62 SLR- ছয়টি, Chinese Rifle- চারটি, Carbine-তিনটি O.G- একটি, Two inch mortur- একটি, 40 mm. একটি, পয়েন্ট 303 Rifle উনিশটি, U.S Carbine- একটি, M-20 (Pistol) - চারটি, Single bore Gun - একটি, 9 mm গুলি- 586 টি, M-20 গুলি - চারটি, .303 গুলি- 991টি, A.K- 47 গুলি 295টি। এছাড়াও Time device-16, Time Pencil-23, Wireless Set-9টি, Bottle Grenade-13টি, Chinese Grenade- 1 টি, Gas Grenade -1 টি, A.K Magazine - 6টি, SLRV Magazine- 14টি, 40 mm Shell- 1টি, Twin Shell- 1টি, Hand Granade- 1টি, M-20 Magazine- 4 টি, US Carbine Magazine- 1টি, OG Magazine-2টি, Pressure Swith- 18 টি, Locking Switch-4টি, Time Delay -1টি, .303 Magazine - 19টি জমা দেন। সংগঠনের ৮৮ জন সদস্য ছাড়াও তাদের পরিবারের ১২৫ জন সদস্য-সদস্যাও এদিন তাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। ধলাই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলাশাসক ড. ব্রক্ষ্মীত কাউর অতিরিক্ত জেলাশাসক গোবেকর ময়ুর রতিলাল, ধলাই পুলিশ সুপার কিশোর দেববর্মা, আমবাসা মহকুমা শাসক জে ডি দোয়াতি, পুলিস সুপার (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) অভিজিৎ সপ্তর্ষি, ধলাই পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

****